W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 101 /WBHRC/SMC/2017

Date: 08 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eaisamay' a Bengali daily dated 08.03.2017, captioned ' চিকিৎসায় গাফিলতি, প্রাণই গেল প্রসূতির'

Superintendent, M.R. Bangur Hospital, Tollygunge and the Director, Roseland Nursing Home, Amtala are directed to file their response by 10th April, 2017.

Superintendent of Police, South 24-Pargana is directed to furnish a report by 10th April, 2017 enclosing thereto :

(a) statement of the family members of the victim;

(d) copy of FIR, if any;

(e) copies of medical papers from the victims family.

8/3

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 08.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

চিকিৎসায় গাফিলতি, প্রাণই গেল প্রসূতির

কাঠগড়ায় নার্সিংহোম, সরকারি হাসপাতাল

এই সময়: সুচিকিৎসার গ্যারান্টি নিয়ে আলাপ আলোচনার মধ্যেই বেসরকারি নার্সিংহোমের গাফিলতি আর একটি সরকারি হাসপাতালের বঞ্চনার জেরে অকালে প্রাণ গেল এক তরুণীর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের মাগুরার বাসিন্দা বছর উনিশের ওই তরুণী সেলিমা বিবির মৃত্যুর আমতলার একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনাটি সোমবার রাতের।

কী হয়েছিল ওই তরুণীর? অস্ত্রোপচারের পরেও শরীর থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। ওই অবস্থায় রোগীকে কার্যত বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয় দুপুর একটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। এর পরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বাড়ির লোকদের বলেন, রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেই ফরমান অনুযায়ী, রোগীর বাড়ির লোকেরা একটি সরকারি হাসপাতাল ঘুরে অন্য একটি নার্সিংহোমে গিয়ে জানতে পারেন তাঁদের রোগীর মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। অভিযোগ, মঙ্গলবার রোগীর পরিজনরা মঙ্গলবার সকালে আমতলার ওই নার্সিংহোমে চড়াও হন। নার্সিংহোমে সুচিকিৎসা হচ্ছে না দেখে সেলিমাকে তাঁর পরিবারের লোকজন সোমবার রাতেই বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ, জরুরি বিভাগ থেকেই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরে আর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয় ওই তরুণীকে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গর্ভবতী ছিলেন সেলিমা। সম্প্রতি তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইউএসজি করে জানতে পারেন বছর উনিশের সেলিমার গর্ভের সন্তানটি মারা গিয়েছে। তাঁর দাদা সরিবুল শেখ বলেন, 'এরপরে আমরা বোনের মৃত সন্তানটি প্রসব করানোর জন্য তাঁকে আমতলার রোজল্যান্ড নার্সিংহোমে রবিবার সকালে ভর্তি করাই। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ অস্ত্রোপচারের জন্য বোনকে ওই নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। আধঘণ্টার মধ্যেই বোনকে বার করে দেওয়া হয় অপারেশন থিয়েটার থেকে।' সেলিমার পরিবারের দাবি, অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হওয়ার পরেই তাঁর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। অভিযোগ, ওই অবস্থায় চিকিৎসকের বদলে নার্সিংহোমের কর্মীরাই তাঁকে দেখভাল করেন। তিন বোতল রক্ত লাগবে বলে জানিয়ে আর কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হয় না। এই দিন নার্সিংহোমের তরফে জানানো হয়, বাসুদেব মণ্ডল নামে এক স্ত্রীরোগ

হামলায় ত্রস্ত হাসপাতালকর্মীরা (ইনসেটে) মৃত সেলিমা

বিশেষজ্ঞর অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাসুদেব বলেন, 'আমাকে জরুরি ভিত্তিতে নার্সিংহোম থেকে ডাকা হয়েছিল। আমি গিয়ে দেখি রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।' সেলিমার দাদা সরিবুলের দাবি, রাত আটটা নাগাদ তিনি বোনকে নিয়ে আমতলা থেকে প্রথমে টালিগঞ্জের এমআর বাঙুর হাসপাতালে যান। ওই হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে তাঁর বোনকে এসএসকেএম বা পার্কসার্কাসের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে বলা হয়। সরিবুল জানান, সরকারি হাসপাতালে শয্যা নিয়ে সমস্যার কথা ভেবে তিনি বোনকে নিয়ে চড়িয়ালের একটি নার্সিংহোমে যান। সেখানেই রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তিনি জানতে পারেন তাঁর বোনের মৃত্যু হয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। প্রশ্ন উঠেছে একটি সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে আশঙ্কাজনক এক রোগীকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ নিয়েও। এমআর বাঙুর হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক তাপস ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

এই দিন আমতলার ওই নার্সিংহোমে গিয়ে দেখা যায় তাঁদের কোনও কর্তৃপক্ষ কথা বলার মতো নেই। হাসপাতালের কর্মী মহম্মদ কামবার আলি বলেন, 'নার্সিংহোমের কর্তারা অসুস্থ। সেলিমার চিকিৎসা নিয়ম মেনেই হয়েছে। আমাদের আর কিছু করার ছিল না।' সেলিমার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়, চিকিৎসায় গাফিলতির কথা জানিয়ে বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে কাঁটাপুকুর মর্গে সেলিমার দেহের ময়না-তদন্ত হয়।